প্রথম আলো

তারিখ 05 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিয়ম থাকলেও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুরা

পার্থ শঙ্কর সাহা ●

■ শিক্ষা উপকরণসহ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে যথেষ্ট

পর পর দুবার চতুর্থ শ্রেণীতে অকৃতকার্য হওয়ার পর লিটন চন্দ্র সুশীলকে স্কুলে রাখতে চায়নি কক্সবাজারের চকরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষকদের মত ছিল, লিটন বোকা, কথা ঠিক বুঝতে পারে না। ওর পক্ষে আর লেখাপড়া করা সম্ভব নয়।

লিটনের বাবা অমূল্য কান্তি সুশীল নিরুপায় হয়ে সন্তানকে প্রদীপালয় নামের স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করান। একটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত এই স্কুলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। গত বছর সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি লিটন আঁকতে পারে, কাপড় দিয়ে বানায় বিভিন্ন জিনিস।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষকদের মনোভাবের পাশাপাশি তাঁদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো বা পরিবেশের কারণে প্রথম দিকে লিটনের মতো অনেক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীই হোঁচট খায়। অনেকেই আবার শিক্ষার সুযোগও পায় না।

১৯৯৮ সালের ইউনেসকোর এক জরিপ বলছে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশুই শিক্ষার সুযোগ পায় না। একই বছর জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এক জরিপে দেখা যায়, মাত্র ১ শতাংশ নারী প্রতিবন্ধী শিক্ষার সুযোগ পায়।

শিশুদের প্রতিবন্ধিতার চিকিৎসা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন। এই কেন্দ্রের অটিজম প্রভাষক মনিরা আখতার বলেন, যদি স্কুলে যাওয়ার মতো অবস্থা থাকে, তবে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থার দরকার নেই। সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এটাই উচিত।

কিন্তু মনিরা আখতার মনে করেন, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। তিনি ২০০৭ সালে 'স্কোপ অব ইনক্লুশন ফর চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস ইন প্রাইমারি স্কুল' শীর্ষক একটি গবেষণা করেন। গবেষণায় রাজধানীর ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার পরিস্থিতি এবং এদের প্রতি শিক্ষকদের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়, শিক্ষকদের ইতিবাচক মনোভাব থাকলেও তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। এ ছাড়া, শিক্ষা উপকরণসহ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে যথেষ্ট।

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে শিক্ষা কার্যক্রমের মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধিতার গুরুতর মাত্রার কারণে যাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে না, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব রণজিৎ বিশ্বাস *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার পরিস্থিতি খুব ভালো না হলেও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে ১৮ হাজারের বেশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

● প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কোটা পূরণ হয় না : পৃষ্ঠা-৯

শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় প্রতি মাসে সরকারি বৃত্তি পাচ্ছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বাস্তব পরিস্থিতি সুখকর নয়।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে না হলেও মানসিক প্রতিবন্ধীদের বেলায় বেশ অসুবিধা হয়। ভর্তির কিছুদিন পর এই পরিবেশে টিকতে না পেরে অনেক অভিভাবকই তাঁদের সন্তানদের নিয়ে চলে গেছেন। তিনি জানান, এ বছর থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধীদের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঠদান করার মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন একজন।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন অনেকের অভিযোগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনীহার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় বাধা তাদের অভিভাবক। বেসরকারি সংস্থা সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ফিজিক্যালি ভালনারেবলের (এসএআরপিভি) প্রধান নির্বাহী শাহিদুল হক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল পরিচালনা করেন। তাঁর মতে, অনেক মা-বাবা মনে করেন, তাঁদের প্রতিবন্ধী সন্তানের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এদের শিক্ষা দিয়ে কার্যত কোনো লাভ নেই। প্রতিবন্ধীরা যে উপার্জনক্ষম হতে পারে, এই ধারণাই নেই তাঁদের। তিনি বলেন, লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়ার চেয়ে সংগতি আছে এমন পরিবার তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য কিছু সম্পদ গচ্ছিত রাখাকেই শ্রেয় মনে করে।

বর্তমানে দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কত, তা নির্দিষ্ট হয়নি। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে ১ দশমিক ৭ শতাংশ জনগণ প্রতিবন্ধী বলে হিসাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই হিসাব পরে প্রত্যাহার করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংকের ২০১১ সালের দেওয়া তথ্য অনুসারে, বিশ্বের ১৫ শতাংশ মানুষ নানা ধরনের প্রতিবন্ধিতায় ভুগছে। স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে প্রতিবন্ধিতার সংখ্যা আরও বেশি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শারীরিক, সাধারণ মানসিক ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সাধারণ স্কুল-কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক একই শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে পারেন। শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য সবকিছুই লিখে দিতে হবে। আর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল জানেন এমন শিক্ষকের দরকার। কিছু বিশেষ শিক্ষাসামগ্রী যেমন: স্পর্শ করে বোঝা যায়, এমন বই, বড় অক্ষরের বই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো প্রতিবন্ধীসহায়ক করা—এসব সাধারণ প্রস্তুতি থাকলেই একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীবান্ধব হতে পারে।